মোদের জনপ্রিয়তা কমছে। তাকে ভারতীয় বলে স্বীকার করাও লোকের কাছে কঠিন।

নীতি নির্ধারণে গেল বার বিজেপিকে ধাক্কা দিয়েছে সাম্প্রতিক সেনসাস রিপোর্ট। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা লেখাপড়ায় এগিয়ে। বিশেষ করে সাক্ষরতার প্রশ্নে মুসলমানরা অনেক ধাপ ওপরে। বিজেপির মডেল রাজ্য গুজরাটেও মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলোক বেশি। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু তে মুসলমান মেয়েরা পর্যন্ত অশিক্ষার অন্ধকার

করেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে অযোধ্যায় রামমন্দির হবেই।

তবু বিজেপির পালে হিন্দু হাওয়া নেই। নিস্তরঙ্গ রাজনীতিতে তুফান তোলার শেষ অস্ত্র ভোঁতা। উত্তর প্রদেশে নির্বাচনের মুখে এমন

যন্ত্রণায় ছটফট করছে। নরেন্দ্র মোদীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন এমন হলো? মোদী জবাব দেননি। তদন্ত চলছে। প্রাথমিক গবেষণায় মনে করা হচ্ছে, প্রাচীন সংস্কারের জালে আটকে আছে গ্রামের পর গ্রাম। চাষবাস আর ধর্মের মধ্যেই জীবন শেষ হিন্দুদের। উন্নয়নের নতুন রাস্তা খোঁজার তাগিদ নেই। গয়ংগচ্ছ ভাব। অন্যদিকে শিক্ষার জোরে পায়ের নিচে শক্ত জমি চাইছে মুসলমানরা। বৃত্তিমূলক

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির ডেমোগ্রাফার মহেন্দ্র প্রেমী উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন। নাম 'পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া ইন নিউ মিলেনিয়াম : সেন্সাস ২০০১'। বইটির পাতা উল্টে বিজেপির আক্কেলগুড়ুম। জরিপে দেখা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশে পুরুষ হিন্দু সাক্ষর ৬৯ শতাংশ। মুসলমানের সাক্ষরতা ৭৬.৫ শতাংশ। মুসলমান মহিলার সাক্ষরতাও ১০ শতাংশ বেশী। সাক্ষর মুসলমান মহিলা ৫৯.১

কংগ্রেসও সমস্যায়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়েও মন্ত্রিসভায় মুসলমান সদস্যদের সামলাতে পারছেন না। পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী ই আহমদকে বেশি পছন্দ করেন। হজযাত্রীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁকেই। সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী এ আর মন্তুলে, পানি সম্পদ মন্ত্রী

নিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে বসে গুজবের আগুন নেভাচ্ছে। শিল্পায়নে রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়াচ্ছে। মসজিদ ভেঙে কারখানা করার কথাটা যে মিথ্যে প্ররোচনা বুঝতে পারছে। বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ নন্দীগ্রামে মানুষের সঙ্গে কথা বলে অবাক। মুসলমান-হিন্দুর এমন অটুট বন্ধন অন্য কোথাও দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না। সবাই বাঙালী—এই পরিচয়টা বড় হয়ে

গেছেন। আমাদের সুপারিশ গুরুত্ব পায়নি। বয়সে প্রবীণ হয়ে নবীনের মাতব্বরি সহ্য করব কেন।

অব্যাহত রেখেছেন। মমতা সুষমার এই ধরনের পরিশীলিত আচরণ পছন্দ করেন না। তিনি কষ্ট করে আগুন জ্বালাবেন সুষমা দিল্লী থেকে এসে নিভিয়ে দেবেন সেটা মানা যায় না। বাঙালী চরিত্রের মাধুর্য কি সুষমার কাছে শিখতে হবে।

প্রতিযোগিতায় নেই। অশক্ত শরীরে গুরুদায়িত্ব নেওয়া অসম্ভব। লালকৃষ্ণ আদভানিকে সমর্থন করেছেন। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করতে দাবার চাল চেলেছেন। আদভানি সাম্প্রদায়িকতার নীতি থেকে সরেছেন।

বিনোদনে তফাত কম। রক্ষণশীলতা ছেড়ে সব সম্প্রদায়ই আধুনিক স্রোতে ভাসছে। পারস্পরিক সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার তাগিদ বেশি। রাজনীতির লোকেরা পড়েছে মুশকিলে। জাত-পাত ধর্মের

29 JAN 2007

থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া। হিন্দুদের মধ্যে সেই আগ্রহটা কম। হিন্দুত্বের অহঙ্কারে গা লাগায় বিজেপি

শতাংশ। হিন্দু মেয়েদের সাক্ষরতা মাত্র ৪৯.২ শতাংশ।